

# রোম দৃষ্টিভিঙগ স্থাপন করে - নম্বর এক

একটি ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা

Jeff Pippenger

2024-06-28

আর সেই সময়ে দক্ষিণের রাজার বিরুদ্ধে অনেকেই উঠে দাঁড়াবে; এছাড়াও তোমার জাতরি দস্যুরা দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে নিজদেরকে উচ্চ করবে; কিন্তু তারা পততি হবে। দানিয়েল ১১:১৪।

খ্রিস্টীয় প্রকৃষ্টিতে "doctrine" শব্দটি বাইবেলের প্রতীতি সত্যসমূহকে বোঝায়। নিজদের খ্রিস্টান বলে দাবি করা বিভিন্ন সংগঠন তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাইবেলীয় মতবাদে ভিন্ন ভিন্ন সংকলন ধারণ করে, কিন্তু সত্য একটাই। "পরম সত্য" এবং "বহুত্ববাদ"-এর মধ্যে পার্থক্য এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বাইরে।

তখন পলিত তাঁকে বললেন, তবে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর দলিলে, তুমি বলছে যে আমি রাজা। এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মগ্রহণ করছি, এবং এই কারণেই আমি জিগতে এসছি, যেন আমি সত্যের সাক্ষ্য দিই। যে সত্যের লোক, সে আমার কণ্ঠস্বর শোনে। পলিত তাঁকে বললেন, সত্য কী? এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে গিয়ে ইহুদিদের বললেন, আমি তাঁর মধ্যে কোনো দোষই পাই না। যোহন ১৮:৩৭, ৩৮।

সত্য ঈশ্বরের বাক্য; এটি তাঁর কণ্ঠস্বর এবং এটি খ্রীষ্ট নিজই।

আমাদের নিজদেরই জানা উচিত খ্রীষ্টধর্ম বলতে কী বোঝায়, সত্য কী, আমরা যে বিশ্বাস গ্রহণ করছি তা কী, বাইবেলের বধিবিধান কী—সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের দেওয়া সেই নিয়মাবলী কী। অনেকেই আছেন যারা তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে কোনো যুক্তিসিঙগত কারণ ছাড়াই, বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করেন। যদি কোনো ধারণা তাঁদের নিজস্ব পূর্বধারণার সঙগে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়, তারা তা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। তারা কারণ-পরগাম বিচার করেন না; তাদের বিশ্বাসের কোনো প্রকৃত ভিত্তি নেই; আর পরীক্ষার সময়ে তারা দেখবে যে তারা বালুর ওপর নির্মাণ করছে।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে নিজের বর্তমান অপূর্ণ জ্ঞানই সন্তুষ্ট হয়ে এটিকে তার পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সে এক মারাত্মক পরতারণার ওপর ভর করে আছে। এমন অনেকেই আছেন যারা শাস্ত্রসম্মত যুক্তিতে সম্পূর্ণভাবে সজ্জতি নন, যাত তারা ভ্রান্ত শিনাক্ত করতে পারে এবং সত্যের নামে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত ঐতিহ্য ও কুসংস্কারকে নিন্দা করতে পারে। শয়তান ঈশ্বর-উপাসনা নিজের ধারণা প্রবশে করিয়েছে, যাত সে খ্রিস্টের সুসমাচারের সরলতাকে বিকৃত করতে পারে। 'বর্তমান সত্য' বিশ্বাস করার দাবি করে এমন বপিল সংখ্যক মানুষ জানে না সেই বিশ্বাসের প্রকৃত স্বরূপ কী, যা একসময় সাধুরে নিকটে অর্পিত হয়েছিল—'তোমাদের মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা।' তারা মনে করে তারা প্রাচীন সীমাচহ্নগুলো রক্ষা করছে, কিন্তু তারা উষ্ণ-শীতল ও উদাসীন। তারা বোঝে না, নিজের অভিজ্ঞতায়ে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের প্রকৃত গুণকে বুনে নিতে নিজের করে নেওয়া বলতে কী বোঝায়। তারা গভীরভাবে বাইবেলে অধ্যয়নকারী নয়; বরং অলস ও অমনোযোগী। শাস্ত্রের পদসমূহ নিতে মতভেদে দেখা দিলে, যারা উদ্দেশ্য নিতে অধ্যয়ন করেনি এবং কী বিশ্বাস করবে সে বিষয়ে স্থির নয়, তারা সত্য

থেকে বচিযুত হয়। আমাদের উচতি সবার মনে ঈশ্বরীয় সত্যেরে প্রত্যাআনতরকি অনুসন্ধানেরে প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে ছাপিয়ে দেওয়া, যাতে তারা নশ্চিতভাবে জানতে পারে যে সত্য কী। কটে কটে অনেকে জ্ঞানেরে দাবি করে এবং নিজদেরে অবস্থায় সন্তুষ্ট বোধ করে, অথচ কাজে তাদেরে আর কোনো উদ্দীপনা নহে, ঈশ্বরেরে প্রত্যা আর কোনো তীব্র প্রমে নহে, আর যাদেরে জন্ম খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করছেলিনে, সেই আত্মদেরে প্রত্যা তাদেরে আর কোনো প্রমে নহে—যনে তারা কখনোই ঈশ্বরকে জানেনা। তারা বাইবলে পড়ে না যাতে তার মজুজা ও পুষ্টিনিজিদেরে আত্মার জন্ম আত্মস্থ করতে পারে। তারা উপলব্ধি করে না যে ঈশ্বরেরে তাদেরে সঙগে কথা বলছনে। কনিতু, যদি আমরা পরতিরাগেরে পথ বুঝতে চাই, যদি ধার্মকিতার সূর্যেরে করিণ দেখতে চাই, তবে আমাদেরে উদ্দেশ্যপূরণভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেই হবে; কারণ বাইবলেরে প্রত্যাশ্রুত ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মুক্তরি ঈশ্বরীয় পরকিল্পনার ওপর মহিমার সুস্পষ্ট আলোকরশ্মি বিরণ করে—যে মহৎ সত্যগুলি স্পষ্টভাবে অনুধাবতি হয় না। দ্য ১৮৮৮ ম্যাটরেয়ালস, ৪০৩।

আমাদেরে জানা আবশ্যক যে সসেব মতবাদ কী, এবং কীভাবে সেই সত্যগুলো উপস্থাপন, প্রত্যাশ্রুতা ও প্রত্যািক্ষা করতে হয়।

“এখন আমাদেরে কাছে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না যে কারও একা দাঁড়তে হবে; কনিতু যদি ঈশ্বরেরে কখনো আমার মাধ্যমে কথা বলে থাকনে, তবে সময় আসবে যখন আমরা পরষিদগুলোর সামনে এবং তাঁর নামেরে জন্ম হাজার হাজার লোকেরে সামনে আনা হবে, এবং প্রত্যােকেকে নিজেরে বশ্বিাসেরে কারণ দতি হবে। তখন সত্যেরে পক্ষে নেওয়া প্রত্যাটি অবস্থানেরে ওপর সবচয়ে কঠোর সমালোচনা আসবে। সুতরাং আমাদেরে ঈশ্বরেরে বাক্ষ অধ্যয়ন করা দরকার, যাতে আমরা জানতে পারি কনে আমরা যে মতবাদগুলোর পক্ষে কথা বলসিগুলো বশ্বিাস করি। আমাদেরে যহিবার জীবন্ত দেববাণীসমূহকে সমালোচনামূলকভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।” রভিডি অ্যান্ড হরোল্ড, ১৮ ডসিম্বেব, ১৮৮৮।

‘হাজারো’ মানুষেরে সামনে হাজরি হওয়ার জন্ম, এটা স্পষ্ট যে শেষে দনিগুলোতে সত্যেরে কিছু রক্ষককে টেলিভিশিন বা ওয়েবে সম্প্রচারেরে মতো মাধ্যমে সত্যেরে পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হতে হবে। আর কীভাবেই বা হাজারো মানুষ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে প্রদতত সাক্ষ্য দেখবে? আমরা যে মতবাদসমূহ সমর্থন করি, সেগুলোই আমাদেরে বশ্বিাসেরে ভিত্তিকে চহিনতি করে।

গরিজার সদস্যদেরে প্রত্যােকেকে আলাদাভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করা হবে। তাদেরে এমন পরস্থিতিতে রাখা হবে, যখনে তাদেরে সত্যেরে জন্ম সাক্ষ্য দতি বাধ্য করা হবে। অনেকেকে পরষিদসমূহেরে সামনে এবং আদালতসমূহে বক্তব্য রাখার জন্ম ডাকা হবে, সম্ভবত আলাদাভাবে এবং একা। এই সংকটে যে অভিজ্ঞতা তাদেরে সহায়তা করতে পারত, তা অরজনে তারা অবহলো করেছে, এবং নষ্ট করা সুযোগ ও উপক্ষেতি সুযোগ-সুবিধার জন্ম অনুতাপে তাদেরে আত্মা ভারাক্রান্ত। টেস্টিমোনজি, খণ্ড ৫, ৪৬৩।

ঈশ্বরেরে বাক্ষ কখনো ব্যর্থ হয় না, অতএব আমরা যদি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে সঙগে গণনায় অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, তবে ঈশ্বরেরে বাক্ষে যা লখো আছে, তার ভিত্তিতে আমরা কী বশ্বিাস করি, তা আমাদেরে জানতে হবে। যে পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরেরে লোকদেরে তারা যে মতবাদগুলো বশ্বিাস করে সেগুলো ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা হবে, সেই সময় আসার আগে, ঈশ্বরেরে তাঁর লোকদেরকে তাঁর বাক্ষকে সমালোচনামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে বাধ্য করার

জন্য ভ্রান্তগিলোককে প্রবশে করতে দেন।

ঈশ্বরকে লোকদের মধ্য কৈনো বতিরক বা আলোড়ন নই—এটিকে চূড়ান্ত প্রমাণ মনে করা উচিত নয় যে তারা শুদ্ধ মতবাদ দৃঢ়ভাবে ধারণ করছে। আশঙ্কার কারণ আছে যে তারা হয়তো সত্য ও ভ্রান্তির মধ্য স্পষ্টভাবে পার্থক্য করতে পারছে না। যখন শাস্ত্রের অনুসন্ধান থেকে কৈনো নতুন প্রশ্ন ওঠে না, যখন এমন কৈনো মতভেদ দেখা দেয় না যা মানুষকে সত্য আছে কিনা নিশ্চিত হতে নিজেরাই বাইবেলে খুঁজে দেখতে উদ্বুদ্ধ করবে, তখন—প্রাচীন কালের মতোই—এখনও অনেকে থাকবে যারা ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরবে এবং কী উপাসনা করছে তা তারা জানে না।

আমাকে দেখানো হয়েছে যে বর্তমান সত্যের জ্ঞান আছে বলে যারা দাবি করে, তাদের অনেকেই জানেই না তারা কী বিশ্বাস করে। তারা তাদের বিশ্বাসের প্রমাণাদি বোঝে না। বর্তমান সময়ের জন্য যে কাজ, তার যথাযথ মূল্যায়ন তাদের নই। যখন পরীক্ষার সময় আসবে, এখন যারা অন্যদের কাছে প্রচার করছেন, তাদের মধ্য এমন লোক আছে, যারা নিজীদের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখলে বুঝবে যে অনেকে বিষয়ে তারা সন্তোষজনক কৈনো কারণ দিতে পারবে না। এভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মহা অজ্ঞতা সম্পর্কে জানত না। আর গরিজায় এমন অনেকেই আছে যারা ধরে নেন যে তারা যা বিশ্বাস করেন তা তারা বোঝেন; কিন্তু বতিরক না ওঠা পর্যন্ত তারা নিজীদের দুর্বলতা জানে না। সমবিশ্বাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তাদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে একা দাঁড়াতো বাধ্য হলে, তারা বিস্মিত হবে দেখে যে যাকে তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলি কতটা ভিন্ন। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্য জীবনত ঈশ্বর থেকে সরে গিয়ে মানুষের দিকে ফিরে যাওয়া ঘটছে, এবং ঐশী প্রজ্ঞার স্থানে মানবীয় প্রজ্ঞাকে বসানো হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জাগিয়ে তুলবেন; অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হলে, বধিরমী মতবাদ তাদের মধ্য প্রবশে করবে, যা তাদের ছেকে নেবে, গমের দানা থেকে ভূষি আলাদা করবে। প্রভু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসী সবাইকে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে আহ্বান করেন। মূল্যবান এক আলো এসছে, এই সময়ের উপযোগী। এটি বাইবেলের সত্য, যা আমাদের ওপর এসে পড়া বিপিদসমূহ দেখিয়ে দেয়। এই আলো আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যবসায়ী অধ্যয়নে এবং আমরা যে অবস্থানগুলো ধারণ করি তার অতীত সমালোচনামূলক পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা উচিত। ঈশ্বর চান, প্রার্থনা ও উপবাসসহ অধ্যবসায় এবং গভীরভাবে সত্যের সকল দিক ও অবস্থান অনুসন্ধান করা হোক। বিশ্বাসীদের সত্য কী তা নিয়ে অনুমান ও অস্পষ্ট ধারণার ওপর নির্ভর করে থেমে থাকা উচিত নয়। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যাতে পরীক্ষার সময় এলে এবং তাদের বিশ্বাসের জবাব দিতে যখন তাদের পরষিদসমূহের সামনে আনা হবে, তখন তারা যেন নম্রতা ও ভয়সহকারে তাদের মধ্য যে আশা আছে তার কারণ জানাতে সক্ষম হয়।

আলোড়িত করুন, আলোড়িত করুন, আলোড়িত করুন। বিশ্বের সামনে যে বিষয়গুলি আমরা উপস্থাপন করি, সেগুলো আমাদের কাছে জীবনত বাস্তবতা হওয়া চাই। আমরা যগুলোকে বিশ্বাসের মৌলিক বৈধান মনে করি সেসব মতবাদ রক্ষা করতে গিয়ে, সম্পূর্ণ সুদৃঢ় নয় এমন কৈনো যুক্তি ব্যবহারের জন্য নিজদের কখনোই অনুমতি দেওয়া উচিত নয়—এটি অতীত গুরুত্বপূর্ণ। এমন যুক্তি হয়তো প্রতীক্ষকে চূপ করতে পারে, কিন্তু সত্যকে সম্মান করে না। আমাদের উচিত দৃঢ় ও সঠিক যুক্তি উপস্থাপন করা, যা শুধু আমাদের বরোধীদের নীরব করবে না, বরং সর্বাধিক নিবিড় ও অনুসন্ধানী পর্যালোচনাতো টিকে থাকবে। যারা নিজেকে বতিরক হসিবে গড়ে

তুলছেন, তাদের ক্ষেত্রে বড় বপিন্দ হলো—তারা ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করতে না পারলে, বরং তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার মতোভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করাই হওয়া উচিত আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা।

"মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি যতই হোক, অধিকতর আলো লাভের জন্য শাস্ত্রের গভীর ও অবিরাম অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই—এ কথা যেন এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করে। একটা জিনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেকে ভাববাণীর শিক্ষার্থী হতে ডাকা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের সামনে যে কোনো আলোর করিণ উপস্থাপন করলে আমরা যেন তা অনুধাবন করতে পারি, সে জন্য আমাদের আন্তরিকভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের সত্যের প্রথম ঝলকগুলি ধরে নতি হবে; এবং প্রার্থনাপূরণ অধ্যয়নের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট আলো লাভ করা যতে পারে, যা অন্যদের সামনে উপস্থাপন করা যায়।"

টস্টেমিওনিসি, খণ্ড ৫, ৭০৮.

'ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীরা' যারা শেষ পর্যন্ত এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের দলটি গঠন করবে, তারা শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইন-সংকট ও নরিযাতন নিয়ে আসবে এমন পার্থক্য ক্ষমতাসমূহের মুখোমুখি হওয়ার আগাই 'ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা ও প্রমাণিত' হবে। বিশ্বস্তদের ঈশ্বর প্রথম 'জাগ্রত' করবেন। নদিরতি কুমারীরা বলিম্বের সময়ে যে তন্দ্রায় পড়ছে, সেখান থেকে 'জাগ্রত' হবে। যদি তারা ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে পরেরিতি প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে ঈশ্বর যে বার্তা উপস্থাপন করছেন, তা দ্বারা জাগ্রত না হয়, তবে ঈশ্বর 'ভ্রান্ত মতবাদ'কে 'তাদের মধ্যে প্রবশে করতে' দবেন, যা ঝাড়াই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গম ও আগাছার বচ্ছদকে চূড়ান্ত করবে। আমরা এখন সেই ঝাড়াই প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছি।

আধুনিক রোমকে সঠিকভাবে চিনিতি করার বতিরকটি যারা অনুসরণ করে আসছেন, তাদের জন্য তনিটি বিকল্প রয়েছে। একটা বিকল্প হলো, আধুনিক রোম হলো যুক্তরাষ্ট্র; অন্যটা হলো, আধুনিক রোম হলো পোপীয় ক্ষমতা; আর তৃতীয় বিকল্পটি হলো, আগের দুটির কোনোটিই সঠিক নয় এবং দানয়িলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ পদে উল্লেখিত 'দানয়িলের জাতরি লুটরো'—যারা নিজদের মহিমাবতি করে, পতিতি হয় এবং দর্শন প্রতিষ্ঠা করে—তারা কোনো অন্য ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আমি দাবি করি যে আধুনিক রোম পোপীয় ক্ষমতা নাকি যুক্তরাষ্ট্র—এই মতভেদেটা তাঁর জনগণকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাণী অধ্যয়নে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত হতে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর করুণার এক প্রকাশ হিসেবে এই বতিরককে সৃষ্টি করছেন। আমি দাবি করি, আধুনিক রোম সম্পর্কে কে ঠিক আর কে ভুল—এই নিরিধারণের চেয়ে এই মতভেদেটা মূলত তাঁর জনগণকে আসন্ন সঙ্কটের জন্য প্রস্তুত করার বিষয়। যারা দেখতে ইচ্ছুক তাদের দেখানোর জন্য, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাণী সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বোঝাপড়া যে অসম্পূর্ণ বা ভুল—এটি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই মতভেদেটা ঈশ্বরই অনুমোদন ও পরিকল্পনা করছেন। অতএব, এই বতিরক ঈশ্বরের করুণার প্রমাণ।

বতিরকটি শুধু 'তোমার জাতরি লুটরোর' যে শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেই শক্তিটি কোনোটি নিরিধারণ নিয়েই নয়, বরং বতিরককে উভয় পক্ষই যে লাইন-পর-লাইন পদ্ধতি মানার দাবি করে, সেটা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও। লাইন-পর-লাইন পদ্ধতির সঙ্কে সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়মগুলোর মধ্যে বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নীতিমালা রয়েছে, যা গম ও আগাছার ঝাড়াই প্রক্রিয়ার অংশ হবে। এই চলমান বতিরকে

লাইন-পর-লাইন পদ্ধতির যত্নে তিনটি উপাদান ভুলভাবে বোঝা হচ্ছে বলে আমরা দাবি করি, সেগুলো হল: সত্য হিসেবে খ্রিস্ট, আলফা ও ওমেগা হিসেবে খ্রিস্ট, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধি প্রয়োগ।

শেষ পর্যন্ত দানযিলে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে চতুর্দশ পদে ভুল বোঝাপড়ায় যারা অটল থাকে, তাদের সম্পর্কে প্রমাণিত হবে যে তারা তাদের মতবাদগত অবস্থান নিজস্ব ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে আছে।

ভবিষ্যদ্বাণীর আরও নিশ্চিতি বাক্যও আমাদের আছে; যার প্রতিলিক্ষ্য রাখলে তোমরা ভালো করবে, যমেন অন্ধকার স্থানে জ্বলে এমন এক আলোর দিকে, যতক্ষণ না দিন উদয় হয় এবং প্রভাততারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত হয়। প্রথমত এই কথা জেনে রেখো: শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রাচীন কালে মানুষের ইচ্ছায় আসেনি; বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা কথা বলছিলেন। ২ পত্র ১:১৯-২১।

চৌদ্দ নম্বর পদ নিয়ে বতিরকে, আমরা যাকে 'ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা' বলে বুঝি, তার একটি উদাহরণ The Great Controversy-এ পাওয়া যায়।

"যহেতু খ্রিস্টীয় জগৎ জুড়ে বিশ্রামদনি একটি বিশিষ্ট বতিরকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, এবং রববার পালনে বাধ্য করতে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ একজোট হয়েছে, তাই জনসাধারণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে এক কষুদ্র সংখ্যালঘুর অবচিল অস্বীকৃতি তাদের সর্বজনীন ঘণার পাত্রে পরিণত করবে। এ কথা তর্ক করা হবে যে গরিজার একটি ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের একটি আইনের বিরোধিতায় যে অল্প কজন দাঁড়িয়েছে, তাদের বরদাস্ত করা উচিত নয়; যে সমগ্র জাতিসমূহকে বিশিষ্টতা ও আইনহীনতায় নিক্ষেপ করার চেষ্টা তাদের কষ্ট ভোগ করাই উত্তম। অনেকে শতাব্দী আগে জনগণের 'শাসকরা' খ্রিস্টের বিরুদ্ধে একই যুক্তি উত্থাপন করতেন। 'আমাদের পক্ষে এটাই সমীচীন,' ধূরত কাইফা বলছিলেন, 'যে জনগণের জন্য একজন মানুষ মরুক, এবং সমগ্র জাতি যেনে বনিষ্ট না হয়।' যোহন ১১:৫০। এই যুক্তি চূড়ান্ত বলে প্রতীয়মান হবে; এবং চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামদনিকে যারা পবিত্র রাখে তাদের বিরুদ্ধে অবশেষে একটি আদেশ জারি হবে, যখন তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে নিন্দা করা হবে এবং নরিদষ্টি এক সময় পরে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। পুরাতন বিশ্বে রোমবাদ এবং নতুন বিশ্বে ধর্মভ্রষ্ট প্রোটেষ্ট্যান্টবাদ, যারা ঈশ্বরীয় সকল বর্ধানকে সম্মান করে তাদের প্রতি একইরূপ আচরণ করবে। দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৬১৫।"

"খ্রিস্টান জগৎ" বলতে সারা বিশ্বে খ্রিস্টানদের সম্প্রদায়, অথবা খ্রিস্টান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ও সংস্কৃতির সামষ্টিক সত্তা বোঝায়। এই শব্দটি প্রায়ই বিশ্বে সেই অংশগুলিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যখন খ্রিস্টধর্ম প্রধান ধর্ম এবং সংস্কৃতি, আইন ও সামাজিক নিয়ম-কানুনে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। খ্রিস্টান জগৎ অনুসারীর সংখ্যা, সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিচারে খ্রিস্টধর্মের বৈশ্বিক বিস্তারকে অন্তর্ভুক্ত করে। এলেন হোয়াইট সডি-রমে বদ্যমান পুনরাবৃত্তি অপসারণ না করলে, "Christendom" শব্দটি একশো ছয়তর বার ব্যবহৃত হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেন যে সাধারণভাবে খ্রিস্টান জগৎ বলতে ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে বোঝানো হয়। সিস্টার হোয়াইটের প্রক্ষেপটে ইউরোপকে পুরাতন বিশ্ব এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে নতুন বিশ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কিন্তু মেষশাবকরে মতো শিঁবিশিষ্টি পশুটিকে 'পৃথিবী থেকে উঠে আসতে' দেখা গিয়েছিল। নিজেকে পরতষ্টি করতে অন্য শক্তগিলোকো উৎখাত করার পরবিরতে, এভাবে উপস্থাপতি জাতিটি পূর্ববে অনাবাসতি ভূখণ্ডে উদ্ভূত হবে এবং ধীরে ধীরে ও শান্তপূর্ণভাবে বেড়ে উঠবে। অতএব এটি পুরাতন বশ্বিরে ভড়িকুরান্ত ও সংগ্রামরত জাতিসমূহের মধ্যবে - সেই অশান্ত সাগর 'লোকসমূহ, জনসমষ্টি, জাতিসমূহ ও ভাষাসমূহ' - উদয় হতে পারে না। এর সন্ধান করতে হবে পশ্চিম মহাদেশে।

নতুন বশ্বিরে কোন দশে ১৭৯৮ সালে ক্షমতায় উত্থতি হচ্ছিল, শক্তি ও মহত্বের প্রতশ্বিরুত দিচ্ছিল, এবং বশ্বিরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল? প্রতীকটির প্রয়োগ প্রশ্নের কোনে অবকাশই রাখা না। একটি দশে, এবং কবেলমাত্র একটি, এই ভবষিদ্বাণীর নরিধারতি বশ্বিষ্টিসমূহ পূর্ণ করে; এটি নরিসন্দহে মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রেরে দকি ইঙগতি করে।' দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৪৪১।

আমরা যবে অনুচ্ছদেটি বিবিচনা করছি, তার শষে বাক্যটি বযবহার করা হযছে। এই ইঙগতি দতি যবে "পুরাতন বশ্বিরে রোমানবাদ এবং নতুন বশ্বিরে বপিথগামী প্রোটসেট্যান্টবাদ"—এই উক্তটি "পুরাতন বশ্বিরে রোমানবাদ"-কে অনধকার যুগে পোপতন্ত্র হসিবে, এবং যুক্তরাষ্ট্রকে (বপিথগামী প্রোটসেট্যান্টবাদ) "আধুনকি রোম" হসিবে চহ্নতি করছে; যখনে "নতুন বশ্বিরে বপিথগামী প্রোটসেট্যান্টবাদ" বাক্যাংশ দ্বারা তা বোঝানো হযছে। "পুরাতন" বলতে অতীত ইতহিস বোঝানো হযছে, এবং "নতুন" বলতে আধুনকি বা বর্তমান ইতহিস বোঝানো হযছে। এই প্রয়োগটি খ্রিস্টিয় জগৎ এবং পুরাতন ও নতুন বশ্বি—উভয় বযিষে সস্টিার হোয়াইটেরে প্রতষ্টিতি ধারণাকে বকিত করে।

যারা বাক্যটিকে অতীত ও ভবষিৎ ইতহিসেরে প্রকেষতি প্রয়োগ করেন, তারা সস্টিার হোয়াইটেরে অভপিরতে অরথেরে সঙ্গে সরাসরি বরিোধপূর্ণ এক 'বযক্টিগিত ব্যাখ্যা' উপস্থাপন করেন। দাবি করা হচ্ছে যবে 'পুরাতন বশ্বি' অতীত ইতহিসকে নরিদশে করে এবং 'নতুন' আধুনকি বা বর্তমান ইতহিসকে নরিদশে করে (নতুন)।

উক্ত অংশে বলা হযছে, "অনুসরণ করবে।" রোমান ক্যাথলকিবাদ এবং ধর্মত্যাগী প্রোটসেট্যান্টবাদ "যাঁরা ঈশ্বরীয় সব বধিনকে সম্মান করেন, তাঁদেরে প্রতি একই ধরনের পথ অনুসরণ করবে।" উক্ত অংশে 'পুরাতন বশ্বি' বলতে ইউরোপকে এবং 'নতুন বশ্বি' বলতে আমেরিকা মহাদশেকে বোঝানো হযছে। সস্টিার হোয়াইট শকিষা দনে যবে সমগ্র বশ্বিকহে রববার-আইনেরে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে, এবং ইউরোপে নরিযাতনে নেতৃত্ব দবে রোমান ক্যাথলকিবাদ, আর আমেরিকা মহাদশে নরিযাতনে নেতৃত্ব দবে ধর্মত্যাগী প্রোটসেট্যান্টবাদ। আমেরিকা মহাদশে ও ইউরোপ—এই দুটিই "খ্রিস্টিয় জগৎ" হসিবে সংজ্ঞায়তি। রোমান ক্যাথলকিবাদ এবং ধর্মত্যাগী প্রোটসেট্যান্টবাদ উভয়ই "যাঁরা ঈশ্বরীয় সব বধিনকে সম্মান করেন, তাঁদেরে প্রতি একই ধরনের পথ অনুসরণ করবে।"

"Will pursue" উভয় ক্షমতার দ্বারা সংঘটিতি একটি ভবষিৎ ক্রিয়াকে চহ্নতি করে, এবং ব্যাকরণগতভাবে এটি বলা অসম্ভব যবে পুরাতন বশ্বিরে রোমানজিমই অনধকার যুগেরে পাপাল ক্షমতা। উভয় ক্షমতার হাতে সংঘটিতি নরিযাতন ভবষিৎঘটেবে। উক্ত বাক্যাংশেরে সংজ্ঞা হলো "will pursue", এবং এর অরথ হলো কোনে কছিকে অরজন বা প্রাপতির উদ্দেশ্যে তা অনুসরণ করা বা তাড়া করা। এটি এমন এক ভবষিৎ ক্রিয়ার ইঙগতি দয়ে যখনে কোনে বযক্টি বা গোষ্টি সক্রয়িভাবে একটিলক্ష্য বা উদ্দেশ্য অনুসন্ধানে অঙ্গীকারবদধ।

বাক্যাংশটি বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োগ করা যেতে পারে: "তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যারিয়ার গড়বেন," অর্থাৎ তিনি একজন চিকিৎসা-পেশাজীবী হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। "তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি করবেন," যা নির্দেশ করে যে তিনি কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চান। "দলটি প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে," যা ইঙ্গিত করে যে দলটি প্রকল্পটি শেষে না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে। "তারা কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে," অর্থাৎ তারা কোনো অভিযোগের প্রতিকার বা ন্যায়বিচারের জন্য আইনগত পদক্ষেপে নতি চায়। সার্বিকভাবে, "will pursue" ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ফল অর্জনের প্রতীকসংকল্প, প্রতিশ্রুতি এবং সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দেয়।

পুরাতন বিশ্বের রোমানবাদকে অতীতের বিষয় বলে শেখাতে যে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়, পরে সেই ব্যাখ্যাই ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধি প্রয়োগের একটি ভুল প্রয়োগকে সমর্থন করতে। এটি যুক্তি দেয় যে রোমের ত্রিবিধি প্রয়োগে প্রথমে পৌত্তলিকি রোম, তারপর পোপীয় রোম, এবং তিনটির রোমের তৃতীয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের অল্পদিন পর, যখন একটি দল যোয়ালে পুস্তককে কেন্দ্র করে আন্দোলন থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন খুব অনুরূপ এক ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ ব্যবহার করা হয়েছিল।

এরপর কানাডায় এক ক্যাম্প মটিংয়ে বতিরকরে সূচনা হয়, যখনে তিনটি 'হায়'-এর ত্রিবিধি প্রয়োগকে যোয়ালেরে বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাত শেখানো যায় যে তৃতীয় 'হায়'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামই প্রথম অধ্যায়ের ছয় নম্বর পদে দেশে আকরমণকারী জাতি ওই জাতি আসলে পাপাল রোম, কনিতু একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা চালু করা হয়েছিল, যাত দাবি করা হয় যে জাতিটি ইসলাম। তিনটি 'হায়'-এর ত্রিবিধি প্রয়োগ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর শক্তি হিসেবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং নতুন নিজস্ব ব্যাখ্যাটি জোর দিয়েছিল যে যোয়ালেরে প্রথম অধ্যায়ের পাপাল ক্রমতাটি আসলে ইসলাম। যোয়ালেরে বইয়ে পাপাল ক্রমতার সঠিক সনাক্তকরণকে প্রত্যাখ্যানকারী ওই নিজস্ব ব্যাখ্যাটি তিনটি 'হায়'-এর ভুল প্রয়োগ দিয়ে বলীযান করা হয়েছিল। এখন পাপাল ক্রমতার স্থলে যুক্তরাষ্ট্রকে বসিয়ে দেওয়া একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রচলিত করা হচ্ছে।

যা হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে; আর যা করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই করা হবে; সূর্যের তলে নতুন কিছুই নই। এমন কিছু কি আছে যার বিষয়ে বলা যায়, দেখে, এটি নতুন? তা তো আমাদের আগেকার কালে, আমাদের পূর্বেই ছিল। সন্তোষদশেক ১:৯, ১০।

শেষ কালের বতিরকগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরোনো বতিরকরে পুনরাবৃত্তি, এবং দানয়িলে অধ্যায় এগারোতে উরীয় স্থিতি উত্তরের রাজার প্রতীকরে ওপর তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আরোপ করার বতিরকটি আছে। এভাবে তিন দানয়িলে অধ্যায় এগারো সম্পর্কে এমন একটি বোঝাপড়া নির্মাণ করেছিলেন যা কেবল অনধিকারই সৃষ্টি করেছিল। এই শেষ কালে যে বতিরকগুলো পুনরাবৃত্ত হচ্চে, সেগুলো বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা প্রয়োগের ফলকে চিহ্নিত করছে। স্থিতি তাঁর দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে ঠিকি এটিই করেছিলেন। যোয়ালে পুস্তকরে বতিরকও এটিই করা হয়েছিল; এবং একই ধরণের কার্যপ্রণালী ব্যবহৃত হচ্চে যখন মহাসংঘর্ষ গ্রন্থেরে একটি অনুচ্ছেদে "Christendom" কী নির্দেশ করে—তা সম্পর্কে বিশ্বে এবং এলনে হোয়াইটরে লেখায় যে সংজ্ঞা রয়েছে—তা এড়িয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের মৌলিক নিয়মগুলোকেও প্রত্যাখ্যান করে যা "will pursue" বাক্যাংশটিকে ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই দৃষ্টিকোণ

থেকে, “পুরাতন বর্শিব” বলতে ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত পোপীয় শক্তির ইতিহাস—এই ত্রুটিপূর্ণ ধারণাটিকে—পরে ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিগুণ প্রয়োগে সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রত্যাশিত বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ভাববাদী ইতিহাসে অতীতে পূর্ণ হওয়ার জন্য ঈশ্বর যা যা নির্দেশিত করছেন, সেগুলো পূর্ণ হয়েছে; আর সেগুলো এখনও তাদের নির্ধারণিত ক্রমে আসতে বাকি, সেগুলোও হবে। ঈশ্বরের ভাববাদী দানযিলাে নজি স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। যোহন নজি স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকাশিত বাক্যে যিহূদা গোত্রেরে সিংহ ভাববাদ্যেরে শকিষার্থীদের জন্য দানযিলেরে গুরুনখটি উন্মুক্ত করছেন, এবং এভাবেই দানযিলে নজি স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তর্নিতাঁর সাক্ষ্য বহন করনে, মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাসমূহেরে দর্শনে প্রভু তাঁকে যা প্রকাশ করছেলিনে, সেই সাক্ষ্য—যেগুলো আমাদেেরে জানা আবশ্যিক, কারণ আমরা তাদেরে পূর্তির একবোরে দেেরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলা সংঘর্ষকে চিত্রিত করে। সেই সংঘর্ষ এখনো চলমান। যা হয়েছে, তা আবারও পুনরাবৃত্তি হবে। পূর্নো বতিরকগুলো পুনরুজ্জীবিত হবে, আর নতুন নতুন তত্ত্ব ক্রমাগত উঠে আসবে। কিন্তু ঈশ্বরের জনগণ—যারা তাদেরে বিশ্বাস ও ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতেরে বারতা ঘোষণায় অংশ নিয়েছে—তারা জানে তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাদেরে এমন এক অভিজ্ঞতা আছে, যা খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান। তাদেরে শিলির মতো অটল থাকতে হবে, তাদেরে আস্থার প্রারম্ভকে শেষে পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে। সলিক্টেডে মসেজে, বই ২, ১০৯।

সহজেই প্রমাণ করা যায় যে সিস্টার হোয়াইট পলের 'তাদেরে আস্থার সূচনা'কে অ্যাডভেন্টবাদেে ভিত্তিমূলক সত্যসমূহ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। মলিরাইটরা শিথিয়েছিলি যে 'তোমার জাতরি ডাকাতেরে' হলো পোপীয় ক্ষমতা, এবং ১৯৮৯ সাল থেকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরে আন্দোলন মলিরাইটদেরে মতোই ওই প্রতীকেরে একই বোঝাপড়াকে বারবার সনাক্ত করছে। এখন 'তোমার জাতরি ডাকাতেরে' কারা সে বিষয়ে একটিনতুন তত্ত্ব আছে, এবং এটি এমন অর্থে একট পুরোনো বতিরককে পুনরুজ্জীবিত করছে যে এটি এক প্রত্যাশিত ভাববাদী প্রতীকেরে ভুল সনাক্তকরণ ব্যবহার করে বালুর ওপর নির্মিত একট ভাববাদী মডলে দাঁড় করায়। সটো স্মথিরে ব্যক্তিগিত ব্যাখ্যাই হোক, অথবা যোয়লেরে প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত 'জাতরি ভ্রান্ত প্রয়োগ, অথবা যুক্তরাষ্ট্রকে আধুনিকি রোম হিসেবে চিহ্নিত করা; এই তিনটি ভ্রান্তিই শেষকালরে পোপীয় রোম সম্পর্কে সঠিকি বোঝাপড়ার ওপর আক্রমণ করে, এবং এভাবে তারা সেই প্রতীকেরে ওপরই আঘাত হানে যা সেই ভাববাদী দর্শনকে প্রত্যাশিতা করে, যা নির্ণয় করে ঈশ্বরেরে লোকেরে নাশ হবে নাকি বাঁচবে।

ভবিষ্যতে ইউরোপে রোমানবাদ এবং আমেরিকা মহাদেশে ধর্মভ্রষ্ট পুরোটস্ট্যান্টবাদ বশিরামেরে দিনি পালনকারীদেরে ওপর নির্যাতন "চালাবে", যমেনটি পবিত্রি ইতিহাস জুড়ে হয়ে এসছে।

ঈশ্বর তাঁর জনগণকে জাগিয়ে তুলবনে; যদি অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হয়, তবে তাদেরে মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ ঢুকে পড়বে, যা তাদেরে ছুঁকে নেবে, গম থেকে তুষকে আলাদা করবে। প্রভু যারা তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে তাদেরে সকলকে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে আহ্বান করছেন। এই সময়েরে উপযোগী মূল্যবান আলো এসে গেছে। এটি বাইবেলেরে সত্য, যা আমাদেরে ঠিকি উপর এসে দাঁড়ানো বপিদগুলোকে দেখায়। এই আলো আমাদেরকে শাস্ত্রেরে অধ্যবসায়ী

অধযয়ন ংবং ংমর ং যং অবসথানগুলি ধারণ করসিগেলোর কঠোর সমালোচনামূলক পরীক্ষা-নরীক্ষার দকিং পরচালতি করা উচতি। ঈশ্বর চান, প্রার্থনা ও উপবাসসহ, সত্য়রে সমস্ত দকি ও অবস্থান অধযবসায়রে সঙগে ংবং পূর্ণরূপে ংনুসন্ধান করা হোক। বশ্বাসীদরে উচতি নয় সত্য় বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে ংনুমান ও ংস্পষ্ট ধারণায় সন্তুষ্ট থাকা। Gospel Workers, 299.

ংমরা পরবর্তী প্রবন্ধে ংই ভাবনাগুলো চালিয়ে যাব।